পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

بسم الله الرحمن الرحيم

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

২৬ মার্চ ২০২১

আজ ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আজকের এ শুভ লগ্নে দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ বছর একইসাথে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হচ্ছে যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি ঐতিহাসিক দূর্লভ মুহূর্ত।

আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর দূরদর্শী, সাহসী ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের প্রতি যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগ ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের লাল-সবুজের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সশ্রদ্ধ সালাম রইল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধার প্রতি। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই কূটনৈতিক কোরের সদস্যদের যাঁরা মুক্তিযুদ্ধকালে ও যুদ্ধ পরবর্তীতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নৈতিক সমর্থন এবং আর্থিক ও সামরিক সহায়তা লাভে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

জাতির পিতার ক্যারিজম্যাটিক নেতৃত্ব সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। তাঁর হাত ধরেই এদেশে উন্নয়নের বীজ রোপিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ বাংলাদেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। মাত্র সাড়ে তিন বছরে জাতির পিতা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করেন, ঠিক সেই সময় দেশ ও জাতির শত্রু কতিপয় কুচক্রী তাঁকে হত্যা করে দেশের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করার ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেয়।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথ ধরে, তাঁর সার্থক উত্তরসূরী ও সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। গত ১২ বছরে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন বাস্তবসম্মত পদক্ষেপের ফলে আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ আজ ''উন্নয়ন বিস্ময়'' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বিনিয়োগ সহায়ক নীতি, বিশাল দেশীয় বাজার, কৌশলগত ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দক্ষ জনশক্তি বাংলাদেশকে বৈদেশিক বিনিয়োগের আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করেছে। লন্ডন ভিত্তিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড ব্যাংকিং রিসার্চ অনুসারে, ২০৩৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৫তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখে অত্যন্ত সফলতার সাথে করোনা মোকাবিলা করছে। করোনাকালেও এশিয়ার সবগুলো দেশের মধ্যে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ, যা ৫.২৪ শতাংশ। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণে প্রবাসী জনগণের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ মিশনসমূহের নিবেদিতপ্রাণ যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করছেন তাদের জন্য রইল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর শুভেচ্ছা।

মহান স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে বাংলাদেশকে একটি প্রগতিশীল, প্রযুক্তিভিত্তিক, উন্নত ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি- আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি